দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 5 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

ঢাবিতে ছাত্রদলের অস্তিত্ব হুমকিতে

□ মোবারক হোসাইন

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘোষণার ৪ মাস অতিক্রম করলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও দলটির কর্মীরা। এছাড়া শিক্ষার্থীরা ভুলতে বসেছে ছাত্রদলের নাম। সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ বলছেন, পুলিশি বাধা এবং ছাত্রলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বৈরী আচরণের কারণে ক্যাম্পাসে প্রবেশ সম্ভব হয় না। এতে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

> ক্যাম্পাস যুদ্ধক্ষেত্র নয় তাই সংঘাত করে সেখানে ঢুকতে চাই না -ছাত্রদল সভাপতি

পৃঃ ৫ কঃ ৪

ঢাবিতে ছাত্রদলের অস্তিত্ব

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

গণতান্ত্রিক সহাবস্থান ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এদিকে ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের নেতারা ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সহযোগিতাকেই মুখ্য হিসেবে দেখছেন। অথচ বর্তমান কমিটির নেতারা পদ পাওয়ার আগে যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে ক্যাম্পাসে প্রবেশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বজায় রেখেছে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পুলিশের বাধার মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো, শাহবাগে অবস্থানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে তারা। ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল এ বিষয়ে বলেন, আমরা আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সহাবস্থান নিশ্চিত করবেন। নতুন ক্যাম্পাসে বসে রাজনীতি পরিচালনা করার সুযোগ করে দিবেন। আমরা কোন সংঘাতের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে চাই না। কারণ, এটি কোন যুদ্ধক্ষেত্র নয়।

জানা যায়, নতুন কমিটি ঘোষণার আগে বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসে প্রবেশের জন্য ছাত্রদলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির নেতারা রক্তের বিনিময়ে হলেও ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কমিটি ঘোষণার ৪ মাস পরও এ সংক্রান্ত কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। জানা যায়, গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর আবদুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েলকে সভাপতি ও হাবিবুর রশিদ হাবিবকে সাধারণ সম্পাদক করে শীর্ষ পাঁচ পদের নেতাদের নাম ঘোষণা করেন খালেদা জিয়া। একই সময়ে গঠন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি। এর আগে ছাত্রদলকে কিভাবে আরও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন খালেদা জিয়া। তবে এ সময় বেশিরভাগ নেতাকর্মী জুনিয়র নেতাকর্মীদের দিয়ে কমিটি ঘোষণার পক্ষে মত দেন। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে না আসার কারণে নতুন কমিটির কাছে সবার প্রত্যাশা ছিল তারা যে কোন মূল্যে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করবেন। নতুন কমিটির নেতারাও খালেদা জিয়ার কাছে এরকম অঙ্গীকার করেই পদ লাভ করেন।

কিন্তু সাম্প্রতিক পুলিশ ও ছাত্রলীগের বাধার কারণে ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে ছাত্রদলের নেয়া কোন কর্মসূচিই বাস্তবায়ন হয়নি বলে জানালেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল। তিনি প্রশাসনের সহযোগিতাকেই ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করেন।

জানা যায়, গত বিএনপি সরকারের আমলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বিভিন্ন বাধা উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছিলেন। এমনকি তারা ক্যাম্পাসে শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদসহ বেশ কয়েকটি সফল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। আর তার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান সময়ে ছাত্রদল অনেক আন্দোলনের ইস্যু পেলেও তারা ক্যাম্পাসেই প্রবেশ করতে পারেননি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়েও কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। কখনো কখনো শাহবাগ মোড় আর পলাশী আসলেও ছাত্রলীগ আসার আগেই তারা পালিয়ে যান। ছাত্রদল সভাপতি এ বিষয়ে বলেন, আমরা প্রবেশ করতে চাই কিন্তু তখন যদি ছাত্রলীগ-পুলিশ আসে তাহলে বিষয়টি কঠিন হয়ে যায়।

জুয়েল-হাবিব কমিটির নেতারা গত বছরের ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সঙ্গে ক্যাম্পাসে দেখা করতে আসার সময় ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ছাত্রদলের পাঁচ কর্মী। এ সময় তারা প্রেসক্লাবে এক তাৎক্ষণিক সাংবাদিক সম্মেলনে এ হামলার নিন্দা জানান এবং ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ বাতিল ও ভিসির পদত্যাগ দাবি করেন। একই সঙ্গে তারা দাবি আদায়ে ছাত্র ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন। এরপর পুরোপুরি থমকে যায় ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রক্রিয়া। ব্যাপারটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনের বৈরী ও অসহযোগিতামূলক আচরণ বলে উল্লেখ করেন ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ।

ক্যাম্পাসে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর উদ্যোগ না থাকার কারণে বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের অনেক শিক্ষকও এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের একাধিক শিক্ষক নেতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমরা শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেটসহ সমস্ত জায়গায় বিজয় অর্জন করেছি। এ মুহূর্তে যদি ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করত তাহলে খুব ভাল হত। কিন্তু তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সুযোগ প্রদানের অপেক্ষায় আছেন। কোন সরকারের আমলেই চাপ সৃষ্টি ছাড়া কাউকে সুযোগ করে দেয়া হয়নি। ছাত্রদলের আরও গতিশীল হওয়ার ওপরও মত দেন তারা।

এদিকে বর্তমান কমিটি ঘোষণার পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। আর এ নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। ছাত্রদলের বেশ কয়েকজন সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা শিগগিরই কমিটি না হলে ছাত্রদলে আবারও বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদের ভূঁইয়া জুয়েল বলেন, কমিটি আমরা দেয়ার চেষ্টা করছি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের বিষয়ে বরাবরের মতই ক্যাম্পাসে আসার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান। কিন্তু এ প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে সে বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যেভাবে আমাদের পুলিশ দিয়ে হামলা করেন, তাতে আমাদের সহজে আসা সম্ভব নয়। ভিসি পরিবেশ সৃষ্টি করে দিলে আমরা ক্যাম্পাসে আসব। কারণ এটি কোন যুদ্ধক্ষেত্র নয়। আমরা চাই একটি সহনশীল পরিবেশে ক্যাম্পাসে প্রবেশের প্রক্রিয়া।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মহিদুল হাসান হিরু বলেন, আমাদের অনেক নেতাকর্মী কারাগারে আছেন। তারা বের হয়ে আসলে কমিটি দেয়ার বিষয়ে চিন্তা করব।

ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে প্রবেশের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যে কোন সময় আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হবে।